আবার ম্যানেজিং কমিটির হাতে নিয়োগের চাবি

এম এইচ রবিন
২২ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে বেসরকারি স্কুল ও কলেজে যে নিয়োগ সুপারিশ কমিটি গঠন করা হয়েছিল, এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সেই ব্যবস্থা বাতিল করল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন সিদ্ধান্তে বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশের ক্ষমতা আবারও ফিরে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির হাতে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শিক্ষাঙ্গনে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। একদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, এটি বিদ্যমান বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ। অন্যদিকে শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের একটি বড় অংশ আশঙ্কা করছেন, এতে রাজনৈতিক প্রভাব, তদবির এবং আর্থিক অনিয়মের পুরনো সংস্কৃতি আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

গতকাল মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। পরিপত্রে বলা হয়েছে, শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য এমপিও পদে নিয়োগ সুপারিশের জন্য গত বছরের ২৮ আগস্ট জারি করা নির্দেশনা বাতিল করা হয়েছে। ফলে ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি জারি করা নির্দেশমালার সংশ্লিষ্ট বিধান পুনর্বহাল হলো। তবে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিধান আগের মতোই বহাল থাকবে।

কী বদলাল : নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেড অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম-হিসাব সহকারী, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর, গবেষণাগার সহকারী, ল্যাব সহকারী, নিরাপত্তাকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নৈশপ্রহরী, আয়া ও অফিস সহায়কের মতো অশিক্ষক এমপিও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আবারও ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির নেতৃত্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

এর আগে গত বছরের ২৮ আগস্ট জারি করা পরিপত্রে জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে পাঁচ সদস্যের নিয়োগ সুপারিশ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রস্তুত এবং সুপারিশ দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ওই কমিটির ওপর।

মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগের নির্দেশনা পুনর্বহাল করা হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা মনে করেন, জেলা প্রশাসকদের ওপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ থাকায় আগের ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। তাই কার্যকর ও দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য আগের কাঠামো ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

শঙ্কা দেখছেন শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা : তবে শিক্ষাবিদদের মতে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগ দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক প্রভাব, তদবির ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, জেলা প্রশাসকদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল পুরনো অনিয়ম কমানো। এখন সেই ব্যবস্থা বাতিল হওয়ায় পুরনো পরিস্থিতি ফিরে আসার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, বেসরকারি স্কুলগুলোয় কর্মচারী নিয়োগ দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক প্রভাব, তদবির ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ।

অভিভাবকরা বলছেন, নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও শিক্ষার মান।

এ প্রসঙ্গে অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জিয়াউল কবির দুলু বলেন, যোগ্যতার পরিবর্তে প্রভাবশালীরা সুযোগ পেলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও কমবে। তিনি বলেন, নিয়োগে যোগ্যতা ও স্বচ্ছতাই যেন প্রধান বিবেচ্য হয়। দক্ষ ও সৎ কর্মচারী নিয়োগ পেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা : রাজধানীর একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। তবে তারা একই সঙ্গে চান, পুরো প্রক্রিয়ায় কঠোর নজরদারি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হোক, যাতে কোনো ধরনের অনিয়মের সুযোগ না থাকে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান মনে করেন, নিয়োগের ক্ষমতা কার হাতে থাকবেÑ সেটি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক চাপ, আর্থিক লেনদেন ও পক্ষপাতের কোনো সুযোগ থাকবে না। কারণ নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুগম হবে।

উল্লেখ্য, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ একসময় ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ হতো। বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগও সরকার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষকে (এনটিআরসিএ) দিচ্ছে।